সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদকে কারাগারে নেওয়ার সময় ডিম নিক্ষেপ

সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুল ও তাঁর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের তিন দিন করে এবং ও অপর একটি মামলায় ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের দুই দিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী শুনানী শেষে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক শারমিন নাহার এ আদেশ দেন। এদিকে, দুপুর ২ টার দিকে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার বিক্ষুব্ধ জনতা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ও বিএনপির কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং সাবেক মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেন।
মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কামরুল হাসান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষম সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম এবং আসামি পক্ষে শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন, কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, সাবেক মন্ত্রী, তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিকে আদালতে হাজির করার খবর পেয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী আদালত চত্বর ঘিরে রেখেছে। আদালত্ব চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলায় একটি মামলার আসামি হিসেবে তিন জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর।

আদালতে রিমান্ড শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবিলক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাড. কামরুল হসান, মারুফ আহম্মেদ বিজন এবং মোখলেছুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে রিমান্ড না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন অ্যাড. খন্দকার আব্দুল মতিন, একেএম শফিকুল

আলম, ইব্রাহিম শাহীন।

এদিকে রিমান্ড শুনানিকালে আদালত প্রাঙ্গেণে বিক্ষোভ করেন বৈষ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। আসামিদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন তারা।

গত ৫ আগষ্ট মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলার ঘটনায় সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম সন্ত্রাস বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসা হয় ফরহাদ হোসেনকে। ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে হত্যা মামলায় তাকে আটক করেছিল র্যাব। তার নামে রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুরে রয়েছে আরও কয়েকটি মামলা।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন। ২ দিনের রিমান্ড শেষ ফের আদালতে তোলা হলে আদালত আবারও তিন দিনের রিমান্ড দেন।

ফরহাদ ও মৃদুলের তিন দিন, বাবলু বিশ্বাসের দুই দিনের রিমাণ্ড

সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুল ও তাঁর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের তিন দিন করে এবং ও অপর একটি মামলায় ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের দুই দিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী শুনানী শেষে

মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।

মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কামরুল হাসান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষম সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম এবং আসামি পক্ষে শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন, কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, সাবেক মন্ত্রী, তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিকে আদালতে হাজির করার খবর পেয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী আদালত চত্বর ঘিরে রেখেছে। আদালত্ব চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলায় একটি মামলার আসামি হিসেবে তিন জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর।

আদালতে রিমান্ড শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবিলক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাড. কামরুল হসান, মারুফ আহম্মেদ বিজন এবং মোখলেছুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে রিমান্ড না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন অ্যাড. খন্দকার আব্দুল মতিন, একেএম শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন।

এদিকে রিমান্ড শুনানিকালে আদালত প্রাঙ্গেণে বিক্ষোভ করেন বৈষ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। আসামিদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন তারা।

গত ৫ আগষ্ট মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলার ঘটনায় সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম সন্ত্রাস

বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসা হয় ফরহাদ হোসেনকে। ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে হত্যা মামলায় তাকে আটক করেছিল র্যাব। তার নামে রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুরে রয়েছে আরও কয়েকটি মামলা।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন। ২ দিনের রিমান্ড শেষ ফের আদালতে তোলা হলে আদালত আবারও তিন দিনের রিমান্ড দেই।

মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটায় ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

পরিবেশের ছাড়পত্র না থাকা, ইটভাটায় জ্বালানি কাঠ ব্যবহার ও পোড়ানোসহ ইনভাটার লাইসেন্স না থাকায় মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটার মালিককে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে জেলা প্রশাসন পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের যৌথ অভিযানে সদর উপজেলায় ৩টি ইট ভাটায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশসানের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামের নেতৃত্বে যাদবপুর বুড়িপোতা সড়কের তিনটি ইটভাটাতে এই অভিযান চালানো হয়।

ইটভাটায় জ্বালানি কাঠ ব্যবহার ও পোড়ানোসহ ইনভাটার লাইসেন্স না থাকায় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ (সংশোধনী-২০১৯) লংঘন করায় গোলাম রহমান ইটভাটা, ছেলে শোয়েব

রহমান, আজিমুদ্দিনের ছেলে সাইদুল ইসলাম, নজরুল ইসলামের ছেলে লিজনের নিকট থেকে ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোজাফফর খান প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এসময় মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন ।

মেহেরপুরে নাশকতার অভিযোগে করা মামলায় ৫৪ জন আসামি বেকসুর খালাস

বিগত সরকারের আমলে পুলিশের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় জামায়াতের ৫৪ জন নেতাকর্মীকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত।
আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক নুর নবীর আদালতে আসামি পক্ষের আইনজীবি মামলার যৌক্তিতা তুলে ধরে তাদের বেখসুর খালাসের আবেদন করলে মামলার ৫৪ জন আসামিকে বেকসুর খালাস দেন বিজ্ঞ বিচারক।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগ এনে ১৯৭০ সালের স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এর ১৫, ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলি আইনের ৪/৫ ধারায় জামায়াতের ৫৪ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন পুলিশ।

মামলায় আসামি করা হয়েছিল জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী সেলিম রেজা, নুরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম, জামায়াত কর্মী রিয়াজুল ইসলাম, মোফাজ্জেল হোসেন, আহাদ আলী, আজগর আলী, নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব হোসেন আলী, হিমু, বিমল হোসেন, মতিয়ার রহমান, হালিম, হাবিবুর রহমান, হাফিজুল, সাবদার আলী, শাহজাহান,

হুমায়ূন কবীর, মোহাম্মদ আল-আমিন, মোহাম্মদ রাজন, সোহেল রানা, ইসমাইল হোসেন জমিদার, মোল্লা মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, তোজাম্মেল হক, খান

জাহান আলী, শেখ সাঈদ আহমেদ, আবুল হাসান, জাফর আলী আইনুদ্দিন, মোঃ নজরুল ইসলাম, ইমরান হোসেন, মনিরুজ্জামান, আব্দুস সালাম, শামসুল আলম, মহসিন আলী, আব্দুস সামাদ, আমিরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, শাজাহান খান, আবু ইউসুফ মিরন, সামাদুল ইসলাম, আব্দুল জাব্বার মাস্টার, সাইফুল ইসলাম, কামাল শেখ, মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ, শাহাবুদ্দিন, আলামিন ওরফে বকুল, ইসরাইল, আব্দুল মতিন, ফারুক ওরফে আব্দুল বারী, সোহেল রানা ডলারকে আসামি করা হয়। দীর্ঘদিন পর রবিবার মামলার সকল আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দীন খান বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার সরকারের আমলে জামায়াত ইসলামীর প্রায় ১ হাজার নেতাকর্মীদের নামে ৮৬টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল। মামলায় শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ ও রিমান্ডের নামে নির্যাতন করা হয়েছে। শুধু পুরুষকে নয় মামলায় আসামি করা হয়েছিল আমাদের সংগঠনের বোনদের। এসব মামলার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৪ টি মামলায় জামায়াতের নেতাকর্মী বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

এই মামলাটি ৮৬ টি মামলার মধ্যে ২৪ তম রায়। বাকী মিথ্যা মামলাগুলোও বিজ্ঞ আদালত বেকসুর খালাস পাবো বলে আশা করছি।

মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের উপর হামলা মামলায় কাউন্সিলর গ্রেফতার

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে সন্ত্রাস বিরোধী দমণ আইনে দায়ের করা মামলায়

মেহেরপুর পৌর সভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীবকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ায় পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। নুরুল আশরাফ রাজীব শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার আশরাফুল ইসলামের ছেলে ও মেহেরপুর পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের দুইবারের নির্বাচিত কাউন্সিলর।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নুরুল ইসলাম রাজিব বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীর উপর হামলার অপরাধে দায়ের করা জিআর ২৬৩/২৫ নং মামলার এজাহার নামীয় ৩৮ নং আসামি। মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত জামান বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালতের বিচারক মঞ্জুরুল ইমামের আদালতে মামলার আবেদন করলে। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে সদর থানাকে এজাহার নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন।

মামলায় সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয় ১০০ জনকে। মামলায় প্রধান আসামি করা হয় সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। এছাড়াও মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সৈয়দ মোনালিসা ইসলাম, মন্ত্রীর ভগ্নিপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ও মন্ত্রীর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, সদর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রীর নিকট আত্মীয় মোমিনুল ইসলাম, ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুস সালাম বাঁধন, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহফুজুর রহমান, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম।

মামলার আরজিতে উল্লেখ করা হয়, ৪ আগস্ট মেহেরপুর পৌর শহরে একটি সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। সমাবেশ থেকে পরদিন ৫ আগস্ট মিছিল সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর জেলা যুবলীগের যুগ্ম

আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেনের নির্দেশে শহরের বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেওয়া শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে লাঠিপেটা করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

পরদিন দুপুরে ছাত্র-জনতা এক দফা দাবি নিয়ে মাঠে নামলে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করেন। এতে চারজন শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন আহত হন। মামলায় সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, মন্ত্রীর বোন শামীম আরা হিরাকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ও পুলিশ।

এই মামলায় সম্প্রতি ফরহাদ হোসেনকে দুই দিনের রিমান্ড নিয়েছে। বর্তমানে তারা জেল হাজতে রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রীর স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম পলাতক রয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

২৬ গ্রাম হেরোইনসহ মোঃ সাজিবর রহমান ওরফে সাজু (৫০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত মোঃ মামুন হোসেন ও মোঃ আকাশ খাঁন (২২) নামের দুই পলাতক আসামি গ্রেফতার করেছে।

হেরোইনসহ গ্রেফতার সজিবর রহমান সাজু মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের মোঃ তবারক মন্ডলের ছেলে।

এছাড়া মোঃ মামুন হোসেন(৩৪) সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের মোঃ আশরাফ বিশ্বাসের ছেলে। তার নামে জিআর ৫/২১ নং মামলার আদালতের পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি ও মোঃ আকাশ খাঁন মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার মৃত ইকবাল খাঁনের ছেলে।

তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে জিআর -২৪৩/২২, ও জিআর ৩৩৮/২২

মামলার আসামি। জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি গোপাল কুমার জানান, গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের ময়ামারী মাঠের মধ্যে একটি পেঁয়াজ ক্ষেতের পাশে অভিযান চালিয়ে ২৬ হেরোইন সহ আসামী মোঃ সাজিবর রহমানকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে নেওয়া হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা শাখার উপপরিদর্শক (এসআই) (নি:) মোঃ আবু বক্কার সিদ্দিক ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন। অপরদিকে সদর থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দীন জানান, সদর থানা পুলিশের পৃথক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মামুন ও আতকাশ খানের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

অভিযানে পুলিশ পরিদর্শক মোঃ জাহাঙ্গীর সেলিম, উপপরিদর্শক (এসআই) (নিঃ) মোঃ ফারুক হোসেন, এসআই (নিঃ) মোঃ মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই(নিঃ) মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) শহিদুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) মোঃ মাহবুব আলমসহ সঙ্গীয় ফোর্স অংশ নেন। গ্রেফতারকৃতদের গতকাল শনিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৬ বছর পর পিলখানা মামলার আসামি তৌহিদ ও শাকিল ফিরলেন বাড়ি

আলোচিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দীর্ঘ ১৬ বছর কারাভোগের পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার দুই বিডিআর সদস্য তৌহিদ হোসেন ফকির ও শাকিল নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন।

দর্শনা থানার পারকষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া বাজারপাড়ার আব্দুস সালাম ফকিরের ছেলে তৌহিদ হোসেন ফকির এবং দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবুলপুর গ্রামের শুকুর আলীর

ছেলে শাকিল গত ২৩ জানুয়ারি জামিন পেলেও দুদিন পর ২৫ জানুয়ারি (শনিবার) বাড়ি ফেরেন।

২০০৬ সালে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে বিডিআরে যোগ দিয়েছিলেন তৌহিদ। কিন্তু ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি ও শাকিল আসামি হয়ে চাকরিচ্যুত হন এবং কারাগারে পাঠানো হয়। তৌহিদ জানান, ঘটনার সময় তিনি ব্যারাকেই ছিলেন, তবুও তাকে আসামি করা হয়।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর তৌহিদ ও শাকিল বাড়ি ফিরলে তাদের দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। পরিবারের সদস্যরা আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তৌহিদের বাবা-মা বলেন, “আমাদের সন্তানকে ফিরে পেয়েছি, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। তবে তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আমরা মামলা প্রত্যাহার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই।”

তৌহিদের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আর শাকিল এখনো অবিবাহিত। তিনি বলেন, “ছুটিতে এসে বিয়ে করার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি।”

বিডিআর তৌহিদ বলেন, “পিলখানার ঘটনার সময় ব্যারাকে থাকলেও আমাকে আসামি করা হয় এবং চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি চাকরি পুনর্বহাল, মামলা থেকে অব্যাহতি ও ১৬ বছরের পাওনা প্রদানের দাবি জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “আমি বাংলাদেশ বিডিআরের হয়ে বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক গেমসে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছি। তিন বছরের চাকরিজীবনে আমি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম।”

বিডিআর শাকিল বলেন, “ছাত্র আন্দোলনের কারণে আমরা মুক্তি পেয়েছি, তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পাশাপাশি সরকার যেন আমাদের চাকরি পুনর্বহাল করে এবং ন্যায়বিচার দেয়, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী

ফরহাদের দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুলের দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার সকাল পৌণে ৮টার দিকে মেহেরপেুরের সিনিয়র জুৃডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক উভয় পক্ষের শুনানি শেষে তাঁর জামিন না মঞ্জুর করে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন।

মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষ এবং আসামি পক্ষে ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে বুধবার রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাঁকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে নেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর সালেহ আহমেদ নাসিম জানান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন।

মামলায় আসামি পক্ষে আইনজীবী হিসিবে অংশ নেন ইব্রাহিম শাহীন। তিনি জানান, অপরাধ প্রমানিত না হওয়া পর্ন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আমি বিজ্ঞ আদালতের কাছে সে হিসেবে আসামি যাতে ন্যায় বিচার পান সে আবেদন করেছি এবং একই সঙ্গে জামিনের আবেদন করি। বিজ্ঞ বিচারক জামিন না মঞ্জুর করেছেন।

মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত একটি জিআর ২৬৩/২৪ এবং ২৭৭/২৪ এ দুটি মামলায় তাঁকে মেহেরপুর সদরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মেহেরপুরের পাশাপাশি ঢাকাতেও সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়। গত বছরের ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল র্যাব।

ফরহাদ হোসেন টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে

নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। আর দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সংসদ সদস্য ছিলেন।

ফরহাদ হোসেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

কাল মেহেরপুর আদালতে তোলা হবে ফরহাদকে, জেলা কারাগারে হস্তান্তর

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে মেহেরপুর আদালতে হাজির করানো হবে।

বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাত ৮ টা ১০ মিনিটের সময় তাকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়ের করা একটি মামলায় হাজিরার জন্য ফরহাদ হোসেনকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস।

আগামীকল ৩০ জানুয়ারি মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত একটি জিআর মামলায় তাকে আদালতে হাজির করা হবে। মামলা নম্বর জিআর ২৭৭/২৪। ৫ আগস্ট
রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মেহেরপুর
জেলাতে এখন পর্যন্ত ফরহাদ হোসেন
দোদুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা
হয়েছে। এছাড়াও ঢাকায় একাধিক মামলা
রয়েছে।

এর আগে গত বছরের ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল র্যাব।

টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। আর দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

মিলন হত্যা মামলায় সকল আসামি বেকুসুর খালাস

মেহেরপুরের গাংনীর চাঞ্চল্যকর প্রবাস ফেরৎ হাসানুজ্জামান মিলন হত্যা মামলার সকল আসামি আসামিকে বেকুসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। আসামিদের মধ্যে তার স্ত্রী মানছুরা, শ্যালিকা ও ভাইরা রয়েছেন।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ মন্জুরুল ইমাম চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলাটির রায় দেন। মামলার রায় ঘোষণার সাথে সাথে তার স্ত্রী মানছুরা খাতুন আদালতের কাঠগড়াই ভেঙ্গে পড়েন।

২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল সকালের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের সিনেমাহলপাড়াস্থ জিল্লুর দারোগার পরিত্যক্তু বিল্ডিং এর পিছনের জঙ্গলের মধ্যে থেকে প্রবাসফেরত হাসানুজ্জামান ওরফে মিলনের লাশ উদ্ধার করা হয়। মিলনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহৃ ছিল। ওই ঘটনায় নিহত মিলনের পিতা আব্দুল হামিদ বাদি হয়ে মিলনের স্ত্রী মানছুরা খাতুন, তার দুলাভাই আব্দুর রশিদ, মানছুরার ছোট বোন মছনয়ারা খাতুন মুন্নি এবং গাংনীর ব্যবসায়ী মোজাম্মেলকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-২৬, জি আর কেস নং ১২৯/২০১৬।

ওই সময় মিলনের স্ত্রী মানছুরা খাতুনকে পুলিশ আটক করেন। এছাড়া মামলার অপর আসামি স্থানীয় ব্যবসায়ী মোজাম্মেলকে পুলিশ আটক করে। তারা দীর্ঘদিন জেল হাজতে ছিলেন। পরে জামিনে ছাড়া পান। ওই সময় মোজাম্মেলকে নিহতের স্ত্রী মানছুরার পরোকীয় প্রেমিক হিসেবে মামলার আসামি করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ২৩ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। মামলার রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিডিউটের আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, এবং আসামীদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবি একেএম শফিকুল আলম ও একেএম জিল্লুর রহমান কৌশুলি ছিলেন। এদিকে মামলার রায় ঘোষণার সাথে সাথেই আসামি মানছুরা এবং মছনুয়ারা খাতুন

মুন্নি আদালতের কাঠগড়াই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল হামিদ মল্লিকের ছেলে কুয়েত ফেরৎ হাসানুজ্জামান মিলনের ক্ষত বিক্ষত মরদেহ ২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল সকালে গাংনী পৌর এলাকার ঝিনেরপুর এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পাশে ঝোপের ভিতর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। মাথায় হাতুড়ি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয় তাকে। সেসময় মিলনের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় স্ত্রীর সাথে গাংনীর ব্যবসায়ী মোজাম্মেলের পরকীয়া প্রেমের বলি হয়েছে মিলন।

হত্যকান্ডে জড়িত সন্দেহে নিহতের স্ত্রী মানছুরা, শ্যালিকা মছনুয়ারা খাতুন মুন্নি তার স্বামী পুলিশ কনস্টেবল আব্দুর রশিকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেন নিহতের পরিবারের লোকজন। পরে পুলিশ তাদের এই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে নিলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। কুয়েত থেকে সম্প্রতি ছুটিতে দেশে ফিরে স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে গাংনী শহরের বনবিভাগ পাড়ার নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন তিনি।

ঘটনার আগের দিন বিকেলে গ্রামের বাড়ি শ্যামপুর থেকে গাংনীর বাড়ির উদ্দেশে মোটরসাইকেলযোগে রওনা দেয়। সকালে মিলনের স্ত্রী তাদেরকে জানায় মিলনের কোনো খোঁজ মিলছে না। পরে ঘটানাস্থলে এসে তারা মিলনের লাশের পরিচয় শনাক্ত করেন।